

উত্তরাধিকার

ভজন সরকার

শব্দ থেকে প্রতিটি অক্ষর নিপুনভাবে ছাড়িয়ে ডাক্তার বললেন,
“অবিনাশ মৃত- অবিনাশ আর জীবিত নেই” ।
বৃষ্টির ওপর দিয়ে একটি শঙ্খচিল দিগন্তে উড়লো
নিছক একটি পারিবারিক মৃত্যুতে এক বাতাস দীর্ঘশ্বাস
ধ্রুপদি আলাপের সুর মূর্ছনায় ছড়িয়ে পড়লো সারাবাড়িতে ।

তখনও শোক ক্রমাগত কঠিন পাথরকে গ্রাস করেনি
তখনও ছেলে মেয়ে শুধুই স্নেহাতুর সন্তান
তখনও মিসেস অবিনাশ সংসারে অবিনাশী মা ।
তখনও অঢেল অজস্র ভালোবাসা মৃত অবিনাশের চারপাশে
কিলবিল মাছির মতো পারিবারিক আকর্ষণে মুগ্ধ ।

একটি নাটকের প্রথম দৃশ্যের এভাবেই যবনিকাপাত ----- ।

প্রতিটি জিনিসের নীচে আঠা লাগিয়ে শিমূলতলায় নামানো হোলো
তন্ন তন্ন করে আলমারী, বাক্স-পেটরা,সারাজীবন আগলে রাখা বিয়ের স্যুটকেস
এমনকি অবিনাশ দম্পতির অর্ধশতকের পোট্রেট ।
দু’সন্তানের জনক অবিনাশের খন্ডিত উত্তরাধিকারের দৃশ্যে
পাড়ার সবার সরব উপস্থিতি ।

এভাবেই স্বপ্নায়ু দ্বিতীয় দৃশ্যের পরিসমাপ্তি -- ।

তৃতীয় দৃশ্যে কোনো ব্যাক-সিনের প্রয়োজন নেই
অনায়াসে এই ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের তালুক
মাকড়সার সযত্ন বিস্তৃত জালের মতোই ছড়িয়ে দেয়া যায়
মৃত অবিনাশের অমিত গুণধর সন্তানের রঙ্গশালা ।
সমস্ত সংলাপ টুকরো টুকরো কবিতার মতো
দৃষ্টি থেকে দৃশ্যে- দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে হেঁটে যায়
অর্থ্যাৎ সংলাপরহিত বস্তুনির্ভর তৃতীয় দৃশ্য ।
জলধর অর্থ্যাৎ অবিনাশের প্রথম সন্তানের অনুপ্রবেশ এখানে ।

নিরাশ হবার কিছুনেই আপনাদের
যারা অবিনাশকে ভালোবাসতেন
মৃত অবিনাশ অবিনাশী এখানে ,
জলধর উপচে-পড়া জল ধরার মতোই
সযত্নে ধরে আছেন অবিনাশের জনপ্রিয়তা ।
সোনারং ঘূর্ণিহাওয়ার মতো পশ্চিমের রঙধনু
শূন্যতার প্রাচ্যহীন অবিনাশের পোট্রেট
মানুষের গা-লাগা সেলুলয়েড চিত্র
এমনকি ভাঙ্গা ক্যামেরা , বর্গিল সমাধি
আর জ্বলজ্বলে একটি মৃত্যুদিন
এসব কিছুই এখন জলধরের সম্পদ ।
অথচ দ্বিতীয় দৃশ্যে এ সবার কিছুই ছিলো না
মহাভারতীয় খড়্গের মতো জলধর ভরতচন্দ্রীয় চিত্রে
ধারণ করেছেন এ সব---- ।

শুধু এটুকু করেই তৃতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটানো যায়
সত্যজিৎ কিংবা মৃনাল হলেও তাই করতেন
কারণ দর্শকের চেতনার দিগন্ত বড় বিস্তৃত ভাবতেন তাঁরা ।
কিন্তু আমি জলধর তলাপাত্রকে আরো কিছু সময় দেবো
প্রিয় অবিনাশের সেলুলয়েডে হাত-পা নাড়বেন
পোট্রেটের সামনে জলধর পিতার পাশে পোজ দেবেন
অবিনাশের ভাঙ্গা ক্যামেরায় ছবি তুলবো আমরা
আবার জলধর অবিনাশ হবেন ।

শব্দ থেকে প্রতিটি অক্ষর নিপুনভাবে ছাড়িয়ে ডাক্তার বলবেন,
“ জলধর মৃত- জলধর আর জীবিত নেই ” ।
জলধরের প্রজন্ম আবার ধরে রাখবে তাকে
প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় আবার চিত্রায়িত হবে
অন্ততঃ এতটুকু স্বেচ্ছাচারী হতে দিতে বাধ্য আমি
কারণ শব্দ থেকে অক্ষর
নদী থেকে সেতু
আর মাটি থেকে গাছ
যখন এক এক করে উপড়ে যাবে
তখনও আমি একবিংশের ধারক-
লিখে যাই প্রজন্মের উত্তরাধিকার ॥

রচনাকাল : অক্টোবর, ২০০০ ।